শম্ভু ভট্টাচার্য

চিঠি

আমরা ঘুমিয়ে থাকলে তোমার ডাকপিওনেরা এসে হাঁকাহাঁকি করে
আমার সাড়া না পেয়ে
তোমার চিঠিগুলি তারা উড়িয়ে দিয়ে যায় প্রাচীন চাঁদের আলোয়
রাতের পাখিরা সেগুলিকে নীল কুয়াশায় নিয়ে যায়
আমি সাতসকালে তোমার চিঠি খুঁজে ফিরি শহরের প্রত্যেক গলিতে
শেষে রঙিন বিজ্ঞাপন আর সাদা হাসপাতালগুলি
চিৎকার ক'রতে ক'রতে আমাকে তাড়া করে
আমি দুড়দাড় ছুটতে ছুটতে দেখি শহরের কোথাও ফুটবল-মাঠ নেই
ঘোর খরতাপে ঘরে ফিরে বুঝি
পৃথিবীর প্রতিটি সাদা কাগজই
তোমার চিঠি হ'য়ে আছে।

নিয়ম

তুমি অনায়াসেই বেছে নিতে পারো প্রত্যেক জিনিসের জন্য সঠিক দোকান
বাড়তি লাভের চেয়ে আর্থিক নিরাপত্তাকে শ্রেয় মনে ক'রে
তোমার স্বল্পসঞ্চয় পোস্ট অফিস-এল. আই. সির চৌহদ্দি ছাড়ায় না
তুমি গহনার বাক্সে রাখো মেডিক্লেইমের প্রামাণ্য দলিল
বাড়ি রঙ করাও বৎসরপঞ্জি যথাযথ মেনে
তুমি এতই পদ্ধতিমন্য যে মাঝেমধ্যে তোমাকেই স্বয়ং পদ্ধতি মনে হয়
এদিকে পদ্ধতির কথা ভাবলে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়
বল ভেবে কারা যেন সারা মাঠে আমাকে নিয়ে লোফালুফি খেলে
আমি দেখি ব্যাঙ্ক-শেয়ার মার্কেটে বসেছে সুলভ সব্জির নিগম
হাসপাতালগুলিতে হাজারো প্রজাতির লক্ষ লক্ষ পক্ষী প্রজনন হচ্ছে সারারাতদিন
এ. সি. মেশিন-কম্পিউটার-মোবাইল-ল্যাপটপ আরও যত কিসিমের ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট
—সব ঝুড়ি-ভর্তি ক'রে ফেলা হচ্ছে ভ্যাটে, আর
কবিতার বই বিকোচ্ছে দেদার, একেবারে কোটিতে কোটিতে
পদ্ধতি ভুলেছি ব'লেই এইসব বেনিয়ম এত ভালো লাগে, যেমন
তোমাকে ভালোবাসি ব'লে খোড়াই কেয়ার করি
তুমি আমাকে ভালোবাসো কিনা

পিনাকী ঘোষ

আরো কত দূরে আছে সে আনন্দধাম

আরে কত দূরে আছে সে আনন্দধাম

কবির তোলা এ প্রশ্ন মাথার ভেতরে জ্বেলে টর্চ
(কে জ্বালালো? অনেকে বিশ্বাস করে জর্জ)
ডান-দিক বাঁ-দিক ঊর্ধ্ব অধঃ অগ্নি ঈশান নৈর্ঋত
এ-গলি ও-গলি চষে এ-পাড়া ও-পাড়া বেপাড়ায়
ভিড়ে একা প্রকাশ্যে গোপন
মনে ও মনের বাইরে আশরীর স্পৃহায় সম্মোহে
তুচ্ছ করে ইশাবাস্য তোয়াক্কা না করে দিবানিশা
কীভাবে যে কেটে গেল শুধুই বসন্ত নয় এতগুলো গ্রীষ্ম বর্ষা শীত
ক্রমশ ভাবনার স্রোত অনচ্ছ খামোকা বাঁকবহুল
কোথায় গিয়ে যে ঠেকবে এই ঠুনকো তরী জিজ্ঞাসার
এ কেবলই ভেসে যাওয়া অনাবিল ভাসার আগ্রহে
গলা অব্দি ডুবে আছি জবাবের ঘোলা জলে তবু কেন কমে না পিপাসা
যতদূর চোখ যায় ইতিউতি অস্মিতার বন
এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে কখনও সংশয়ের আলোও ঢোকে নি
ফলে আছে থোকা থোকা বাসনারা টুসটুসে মহুল
মাল্টিপ্লেক্স জিম বার ফুডকোর্ট ম্যাসাজ পারলার
নাকের বদলে আছে নরুন আর সাশুনা চাইলে সাওনা বাথ
পণ্য স্বর্গ পণ্য ধর্ম পণ্য হি পরমন্তপ ছাড়া বাকি আর সবই ব্লাসফেমি

সারাদিন ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত, হয়ে যায় আনন্দের সঙ্গে ছুপা তরল আঁতাত।

হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়

খাঁচার বাঘ

এতদিনে আমি জেনে গেছি তুমি আসলে খাঁচার বাঘ
পোষমানা সিংহ। তা না হলে তুমি চাবুক নিয়ে আসো?
শিকল নিয়ে আসো?

এতো ভীতু তুমি!

সেদিন যখন ভাত ছড়াতে ছড়াতে কাক নিয়ে এলে
তখন বুঝলাম ক্লীবলিঙ্গ কথাটা ডিকশনারিতে বেশ মানিয়েছে
অনেকটা মাদুলি ঝুলিয়ে দেবার মতো

ক্ষেতের মধ্যে লাঙ্গলের সঙ্গে ঘুরেছি অনেক
উজ্জ্বল চোখের আলোয় দেখেছি চাঁদ আসলে
মেঘের ফ্রকে নবীন ব্যালরিনা...

সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে বাখারির সামান্য উঁচু কাঠামোর খড় বিছানায়
তোমাকে ভেবেছিলাম সভ্য-জাতির ওথেলো

পলিটিক্স অব রিভেঞ্জ কখনো পলিটিক্স অব রেভোলিউশন হয় না
বুঝিনি তখন

তুমি তো খাঁচার বাঘ, পোষমানা সিংহ
একটুকরো মাংস ছুঁড়ে দিলে লেজ নাড়ো সহজেই...

তপন গোস্বামী

কুশল সংবাদ

কিছুই করিনি আমি, কোনওদিকে যাইনি একাকী
সারাদিন সারারাত একঠ্যাঙে দাঁড়ে বসে থাকি
অলস শরীর থেকে ঝরে পড়ে পর্ণমোচি পাতা
স্বরচিত গৃহে আমি, লোকে বলে স্বয়ং বিধাতা।

বিধাতার জ্বর হয়, বিধাতাও গাছতলায় বসে
হলুদে ছোপানো তাগা কেউ কেউ বিধাতাকে বাঁধে
যতবার হাত পাতি, হাতে দুঃস্থ পিতামহগণ
শরীরে ধানের বোঝা, গোলা ভরে সোনালী আমন।

অলস নদীর জল, নদীতীরে অলস জোনাকি
জলের কাছেই আমি দ্বিরালাপ সহবৎ শিখি
সাদা ছাই উড়ে এসে ঢেকে দেয় আকাশের কোল
চোখ দুটো জেগে থাকে আর থাকে একফোঁটা জল।

হাত-পা নড়ে না আর, ধীরে ধীরে গাছ হয়ে যাব
চাঁদের আলোয় দেখ গড়ে ওঠে মায়ার সংসার
নৌকা ধীরে ভেসে যায়, ছই তোলা, ভেতরে বিধাতা
মাটি থেকে শুষে নিই নিয়মিত বন্ধিক্যের ভাতা॥